সংবাদ

তারিখ ...... 13 JAN 2009
পৃষ্ঠা ...২ কলাম... ১ ......

সমাজভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্রকে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সমাজভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্রকে টেকসই উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। শিক্ষাকে সামাজিক ক্ষমতায়নে কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জাতিসংঘ ২০০৫-২০১৪ সালকে টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষার দশক হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ দশকের লক্ষ্য হলো টেকসই উন্নয়নের জন্য মূল্যবোধ, আচরণ আর মানসম্মত জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দান।

রোববার সকালে শেরেবাংলা নগরে আইডিবি ভবনের কনফারেন্স রুমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ইউনেস্কো বাংলাদেশ ও জাপানের ওকামা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে 'কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা বিস্তার' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ইউনেস্কো বাংলাদেশ প্রতিনিধি মালামা মিলিসা এ কথা বলেন।

সমাজভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্র কীভাবে টেকসই উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এ সম্পর্কে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এম. এহ্ছানুর রহমান। এছাড়া কর্মশালা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. শফিউলাহ্। ওয়ার্কশপের বিষয়বস্তু অবহিত করেন ইউনেস্কো প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট (শিক্ষা) কিচি ওয়াইসু। ইএসডি এবং কমিউনিটি উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন দি এসোসিয়েশন অফ মেডিকেল ডক্টরস অফ এশিয়া (এএমডিএ) বাংলাদেশের ড. সরদার আবদুর রাজ্জাক।

ইউনেস্কোর কর্মশালায় বক্তারা

উদ্বোধনী কর্মশালায় মালামা মিলিসা আরও বলেন, টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়ন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. শফিউল্লাহ ও জাপানের ওকামা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক হিডেকি ইয়ামামেটো।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. শফিউল্লাহ বলেন, অর্জিত উন্নয়নকে ব্যাহত না করে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোই হলো টেকসই উন্নয়ন। সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে সবার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেটা সমাধানের মাধ্যমে উন্নয়ন এগিয়ে নেয়া যায়। শুধু সরকারই নয়, কমিউনিটি, এনজিও, সিভিল সোসাইটির অংশগ্রহণ নিশ্চিতের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব। দু'দিনব্যাপী কর্মশালার সমাপ্তি অধিবেশনে একটি কর্মকৌশল তৈরি করা হবে বলে জানান তিনি।